ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

ফিচার- ১০

আগরতলা, ১৯ মে, ২০২৫

পলিব্যাগে মাশরুম চাষ করে লাখপতি দিদি বিউটি শীল

।।নীতা সরকার।।

মাশরুম চাষ বর্তমান সময়ে এক লাভজনক ব্যবসা। এই চাষের মাধ্যমে আমাদের দেশ তথা এ রাজ্যের অনেক মহিলা ও পুরুষ স্বনির্ভর হয়েছেন এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে জীবিকা নির্বাহ করছেন। বিশেষ করে গ্রামীণ মহিলাগণ স্বসহায়কদল গঠনের মাধ্যমে টিআরএলএমের সহায়তায় এই মাশরুম চাষে বিশেষ সাফল্য অর্জন করছেন এবং অনেকে লাখপতি দিদি হয়েছেন। এই লাখপতি দিদি তৈরির স্রষ্টা ও পথপ্রদর্শক হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগ ও উৎসাহে, সহায়তায় গ্রামীণ মহিলাগণ বিভিন্ন স্বসহায়ক দল গঠনের মাধ্যমে মাশরুম ও অন্যান্য সামগ্রী উৎপাদন, চাষাবাদ করে লাখো টাকা উপার্জন করছেন এবং লাখপতি দিদির শিরোপাও অর্জন করেছেন। তেমনি একজন লাখপতি দিদি হলেন পুরাতন আগরতলা ব্লকের মধ্য চাম্পামুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বিউটি শীল।

বিউটি শীলের সাথে এক সাক্ষাৎকারে জানা যায়, প্রথম পর্যায়ে মাত্র ৫ হাজার টাকা দিয়ে স্ব উদ্যোগে তিনি পলিব্যাগে মাশরুম চাষ শুরু করেন। সময়টা ছিল ২০১৯ সাল। নিজের বাড়িতেই একটি ঘরে মাশরুমের চাষ শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে ২০২২ সালে তিনি এলাকার রত্না শীলের নেতৃত্বে গঠিত মুক্তা স্বসহায়ক দলে সদস্যা হিসাবে যুক্ত হয়ে ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনের মাধ্যমে সহায়তা ও প্রশিক্ষণ নিয়ে তার মাশরুম চাষের পরিধি আরও বিস্তার করেন। প্রথমদিকে মাশরুম চাষের বিষয়ে তিনি বিশেষ কিছুই জানতেন না। কিন্তু বর্তমানে ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনে প্রশিক্ষণ নিয়ে তিনি একজন দক্ষ মাশরুম চাষী হয়ে উঠেছেন। সেই সাথে হয়ে উঠেছেন একজন আত্মনির্ভর নারী। কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, টিআরএলএম তার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে মাশরুম চাষে তাঁকে উৎসাহিত করেছে এবং আর্থিক সহায়তা দিয়েছে। সেই সহায়তার মধ্যে তিনি স্বল্প সুদে ব্যাঙ্ক লোন পেয়েছেন তিনবার। প্রথমে ৫০ হাজার টাকা, দ্বিতীয়বারে ১ লক্ষ টাকা ও তৃতীয়বারে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে তিনি মাশরুম চাষের পরিমাণ বাড়িয়েছেন এবং লাভের টাকা দিয়ে ঋণও পরিশোধ করে গেছেন। তিনি বর্তমানে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মাশরুমের চাষ করছেন। মাশরুমের ফার্ম গড়ে তুলেছেন নিজ বাড়িতেই। তিনটি ঘরে স্তরে স্তরে পলিব্যাগে মাশরুম ব্যাগ তৈরি করে ঝুলিয়ে রেখেছেন। তিনি বলেন, ১০ থেকে ১৫ দিন অন্তর অন্তর এই পলিব্যাগ থেকে মাশরুম পাওয়া যায়। পাইকাররা বাড়িতে এসেই পাইকারী দামে মাশরুম কিনে নিয়ে যান।

২য় পাতায়

তিনি বলেন, এই কাজে এলাকার দু'জন মহিলা তাকে সবসময় সাহায্য করেন। বিউটি শীল আরও বলেন, বর্তমান সময়ে এই মাশরুম চাষ সত্যিই একটি সহজ ও লাভজনক ব্যবসা। বাজারে মাশরুমের চাহিদাও প্রচুর রয়েছে। এই চাষের জন্য খুব বেশি জায়গাও লাগে না, খরচও কম লাগে। তিনি তার মাশরুম চাষের বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলি দেখাতে দেখাতে বলেন, এবছর প্রথম তিনি হাঁপানীয়াস্থিত আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে আয়োজিত আঞ্চলিক সরস মেলায় অংশগ্রহণ করেন এবং পুরস্কারও অর্জন করেন। পুরস্কার হিসেবে ১০ হাজার টাকা পান। সব খরচ বাদ দিয়ে তিনি এই মেলায় মাশরুম ও মাশরুমের ব্যাগ বিক্রয় করে প্রায় ৩০ হাজর টাকা উপার্জন করেছেন। মাশরুম চাষের সাথে তিনি মাশরুমের আচার, জ্যাম, জেলী, চিপস তৈরি করে ভাল উপার্জন করছেন। বাড়ির আঙ্গিনায় ফুলের নার্সারীও করেছেন। বর্তমানে উপার্জনশীল বিউটি শীলের কাছে উৎসাহের কোন অভাব নেই। তার আন্তরিক প্রচেষ্টা, নিষ্ঠা ও কঠোর শ্রম আজ তাকে সাফল্যের পথ দেখিয়েছে। তাই তো তিনি আজ একজন সফল আত্মনির্ভর নারী ও লাখপতি দিদি। বিউটি শীলের উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে প্রতিবেশী জ্যোৎস্না চৌধুরীও এই মাশরুম চাষে এগিয়ে এসেছেন। বসুন্ধরা সহায়ক দলের হয়ে মাশরুম চাষের মাধ্যমে তিনিও লাখপতি দিদি হয়ে উঠেছেন। বিউটি শীল ও জ্যোৎস্না চৌধুরী দু'জনেরই বক্তব্য মাশরুম চাষ গ্রামীণ মহিলাদের আত্মনির্ভর হওয়ার জন্য সত্যিই একটি সুন্দর মাধ্যম। তাদের আশা সমাজের অন্যান্য মহিলাগণ ও এই পথে এগিয়ে আসবেন। ধীরে ধীরে তারা আত্মনির্ভর হবার স্বপ্ন পূরণ করবেন।

****